সংবাদ

তারিখ ... JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... ৪

কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা মানছে না কেউ

- কোচিংবাজ শিক্ষকরা বেপরোয়া
- ১০ দিনেও মনিটরিং কমিটি হয়নি

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্যের লাগাম টানতে কেবল নীতিমালা জারি করেই দায়িত্ব শেষ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নেই কোন মনিটরিং। নীতিমালা জারির ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও কোন জেলায় মনিটরিং কমিটি গঠন হয়নি। ফলে কেউ মানছে না সরকারের নীতিমালা। আগের মতোই বেপরোয়া চলছে শিক্ষাবিস্তার ও সুশিক্ষা দানের নামে কোচিং বাণিজ্য। রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় স্কুল ও কলেজের পাশাপাশি সরকারি স্কুল-কলেজ এবং বাণিজ্যনির্ভর স্কুল-কলেজগুলো সরকারের নীতিমালাকে আমলেই নিচ্ছে না।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা যথাযথ প্রয়োগে কোন তৎপরতা নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও। রাজধানীর কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সংবাদ'কে জানিয়েছেন, 'এই নীতিমালার বিষয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা পাননি'। এমনকি নীতিমালা বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠনের কথা থাকলেও এর কোনটিই হয়নি। ফলে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রশাসনের আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধের বিষয়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়'।

এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের অবহিত করার বিষয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নীতিমালাটি দেয়া আছে, যে কেউ চাইলেই এটা সংগ্রহ করতে পারে। এরপরও এর হার্ডকপি আগামীকাল

কোচিং : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

কোচিং : বাণিজ্য

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

(আজ) মাউশি'র ৯টি অঞ্চলে পাঠানো হবে। অঞ্চলের উপপরিচালকরা আবারও সেটি সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাঠিয়ে দেবে। শিক্ষা কর্মকর্তারা আবার এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে সরবরাহ করবে'।

জানা গেছে, দু-একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকা সাধারণ শিক্ষকদের জানিয়েছেন সরকারের এই নীতিমালা মানতেই হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিলে কারও কিছু করার থাকবে না। এতে রাজধানীর কয়েকটি সরকারি স্কুলের কিছু শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য কমিয়ে দিচ্ছেন বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। কিন্তু বাণিজ্যনির্ভর ও শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা এই নীতিমালাকে আমলেই নিচ্ছেন না। তবে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের নেতারা এসব প্রতিষ্ঠানের কোচিংবাজ শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করছেন বলে সংগঠনের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু জানিয়েছেন। সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইনছান আলী সংবাদ'কে জানান, 'আমি স্কুলে সভা করে সব শিক্ষককে জানিয়ে দিয়েছি কোচিং বাণিজ্য চলবে না এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা অনুসরণ করতেই হবে। শিক্ষকরা কোচিং কার্যক্রম বন্ধে ঐকমত্য পোষণ করেছেন'।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা জারির পর তা বন্ধতো হয়ইনি, উল্টো নীতিবিবর্জিত অনেক শিক্ষক সরকারের নিষেধাজ্ঞার অজুহাতে টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করা হচ্ছে প্রাইভেট টিউশন কিংবা কোচিং পাঠদানের বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের কোন সংস্থার কাছে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ না করতে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কয়েকজন অভিভাবক সংবাদ'কে জানান, 'সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম খান সাধারণ শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ১৪ জুলাই প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্ত স্কুলভিত্তিক এবং শিক্ষকরা নিজ নিজ বাসভবনে কোচিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। তার নির্দেশনার সুযোগে কোচিংবাজ শিক্ষকরা টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছে'। এ বিষয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম সংবাদ'কে জানিয়েছেন, 'ওয়েবসাইট থেকে নীতিমালা ডাউনলোড করে সব শিক্ষকের কাছে এটা সরবরাহ করা হয়েছে। তারাও এটা যথাযথভাবে অনুসরণ করবে মর্মে অঙ্গীকার করেছে। এখন এ কার্যক্রম মনিটরিংয়ের দায়িত্ব সরকারের'।

জানা যায়, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' শীর্ষক নীতিমালা চূড়ান্ত করে। এরপর গত ২০ জুন এই নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫ জুন নীতিমালায় একটি সংশোধনী আনা হয়েছে। এতে সব বিষয়ের জন্য স্কুলভিত্তিক কোচিং ফি সর্বোচ্চ ১২শ টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নীতিমালায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে সরকারি/বেসরকারি স্কুল (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), মাদ্রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বুঝাবে। অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সংবাদ'কে বলেছেন, 'দরিদ্র মানুষের ট্যাক্সের (কর) শিক্ষকরা বেতন-ভাতা পায়। কাজেই সরকারের দায়িত্ব হলো ক্লাসরুমেই যথাযথ পাঠদান নিশ্চিত এবং আইন করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা বাস্তবায়ন করা'। তিনি আরও বলেন, 'সব ধরনের কোচিংই বন্ধ করতে হবে। সন্ধ্যার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কোচিং কার্যক্রম চলতে দেয়া ঠিক হবে না। কারণ এতে 'পরিমল জয়ধর'র মতো চরিত্রহীন শিক্ষকরা বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ পেতে পারে'।